৪৬

প্রথম আলো

তারিখ AUG 05 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

নম্বরপত্র ও প্রশংসাপত্রের 'দাম' ১০ হাজার টাকা!

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

সদ্য ফল প্রকাশ হওয়া দাখিল পরীক্ষার নম্বরপত্র ও প্রশংসাপত্র নিতে হলে নগদ জমা দিতে হবে নয় হাজার ৭৭০ টাকা। এই টাকা না দিলে পাওয়া যাচ্ছে না কলেজে ভর্তির জন্য অপরিহার্য দলিল দুটি। এ কারণে দাখিল থেকে কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছে না চট্টগ্রামের আহছানুল উলুম জামেয়া আলিয়া গাউছিয়া মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা।

ছাত্রছাত্রীরা জানান, নগরীর জালালাবাদ এলাকার আলিয়া গাউছিয়া মাদ্রাসা থেকে এবার ৮০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়ে ৭২ জন পাস করে। ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলে এই মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা সেখানে ভর্তির চেষ্টা করে। কিন্তু তারা মাদ্রাসা থেকে নম্বরপত্র এবং প্রশংসাপত্র আনতে গিয়ে বিপাকে পড়ে। কারণ তারা মূল নম্বরপত্র ও প্রশংসাপত্র নিতে পারছে না।

এর আগে এই মাদ্রাসার অনেকে মূল নম্বরপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দিয়ে কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীত হয়। কিন্তু ভর্তির সময় কলেজে দাখিল, পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। এই মূল দলিলটি দিতে না পারায় অনেকে কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। মাদ্রাসা সূত্র জানায়, সমপরিমাণ টাকা পরিশোধ করে মাত্র পাঁচজন ছাত্র নম্বরপত্র ও প্রশংসাপত্র নিয়ে গেছে।

নম্বরপত্র ও প্রশংসাপত্র তুলতে এই টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা কাজী আবুল বয়ান হাশেমী গত বৃহস্পতিবার বলেন, 'আমরা ছোট থেকে তাদের গড়ে তুলেছি। এই মাদ্রাসায় পড়ার জন্য লিখিত অঙ্গীকারও করেছিল শিক্ষার্থীরা।'

তিনি বলেন, 'নবম ও দশম শ্রেণীতে তাদের কাছ থেকে মাসিক ৩০০ টাকার পরিবর্তে ৪০ টাকা করে নিয়েছিলাম। এখন তারা চলে যেতে চাইলে জরিমানাসহ বাকি ২৬০ টাকা করে ৩০ মাসের বেতন, নম্বরপত্রের জন্য এক হাজার টাকা এবং প্রশংসাপত্রের জন্য ৫০০ টাকাসহ মোট ৯ হাজার ৭৭০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।' মাদ্রাসাকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।